প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট
লিমিটেডের
বাঁশের কেল্লা
প্রযোজনা ও পরিচালনা
সুধীর মুখোপাধ্যায়
পরিবেশক-নারায়ণ পিকচার্স লিঃ

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিমিটেডের

বাঁশের কেল্লা

প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : **সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়**

কাহিনী ও সংলাপ : মনোজ বসু। প্রধান উপদেষ্টা : ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রধান সহকারী পরিচালক : বিনু বর্দ্ধন। গীতিকার : কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। আলোকচিত্রশিল্পী : দেওজী ভাই। শব্দধর : ভূপেন ঘোষ। শিল্প-নির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু। সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি। সঙ্গীত পরিচালনা : সলিল চৌধুরী। রসায়নাধ্যক্ষ : আর, বি, মেহতা। দৃশ্যপট-শিল্পী : কবীন্দ্র দাসগুপ্ত ও দুলাল রায়। রূপসজ্জাকর : ত্রিলোচন পাল ও দেবী হালদার। ব্যবস্থাপনা : তারক সাধু খাঁ। স্থিরচিত্রশিল্পী : লাইট এণ্ড শেড্। যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।

●

শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে অভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলি আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে এবং ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে অভ্যন্তরীণ দৃশ্য ও সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যগুলি ম্যাগনেটিক্ টেপ রেকর্ডিং সিণ্ডিকেটের 'কিনেডয়েস' শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : গৌরী শঙ্কর, বিশু বর্ম্মা, ব্রজেন বন্দ্যোঃ। আলোকচিত্র : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া, বীরেন ভট্টাচার্য্য, তপন গুপ্ত। শব্দগ্রহণ : যাদু চৌধুরী, মহম্মদ ইয়াসিন, সুহাস বন্দ্যোঃ। সঙ্গীত পরিচালনা : প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোঃ, কৃষ্ণচন্দ্র বসু। সম্পাদনা : রবীন বন্দ্যোঃ। রূপসজ্জা : লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যবস্থাপনা : শিবু মিত্র, দিলীপ, রাম, মাধব।

রূপদানে :

অনিতা গুহ, ৺প্রভাদেবী, নিভাননী, কমলা অধিকারী, সালি, অমিতা পারুল, অনুপকুমার, দক্ষিণারঞ্জন, মাঃ অলোক, নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড কোহেন, এ্যাল জ্যাস বারবার, সিদ্ধেশ্বর বসু, ষষ্ঠিদাস মুখোঃ, অনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবেশ দত্ত, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় মুখোঃ, হরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নেহময় চট্টোপাধ্যায়, লাবণ্য ঘোষ, তপন ঘোষ, অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনি সরকার, নির্বান বসু, অপূর্ব মিত্র, বলাই চট্টোপাধ্যায়, কালোবরণ, চন্দ্রশেখর দেব, রাম সরকার, নিরাপদ, সুবল সরকার, কানাই, প্রফুল্ল, অশ্বিনী, সহাদাত, নসু।

পরিবেশক : **নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড্**

প্রচারশিল্পী : অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

বাঁশের কেল্লা

উনিশ শতকের বাংলাদেশ।

ইছামতী নদীর বাঁকে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম, মোল্লাহাটি। দিগন্তবিস্তারী ধানক্ষেত। তার-ই মাঝে মাঝে নীলক্ষেত। নীলকর সাহেবেরা কুঠি বানিয়ে ব্যবসা করে।

গাঁয়ের ছেলে কেশব আর পণ্ডিতের মেয়ে দুর্গা ছেলেবেলা থেকেই খেলার সাথী। গাঁয়ের পথে পথে, ইছামতীর বাঁকে বাঁকে, আলপথের ধারে ধারে হেসে-খেলে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের কোনে একটা নতুন স্বপ্নের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

কুঠির ম্যানেজার বুড়ো টুইডি সাধারণ কুঠিয়াল সাহেবদের থেকে একটু ভিন্ন রকমের। চাষীদের সুখ দুঃখের কথা সে শোনে, বোঝে। আশপাশের কুঠিয়ালেরা জোট বেঁধে নীলের দাম কমিয়ে দিয়েছে। অথচ জিনিষ পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে। চাষীরা টুইডির কাছে গিয়ে নিজেদের অবস্থা জানায়। টুইডি তাদের সাহায্য করে।

কিন্তু টুইডি বদলি হয়ে গেল। এল ছোকরা সাহেব লারমোর। এসেই পুরোনো বিধান দিল উল্টে। টুইডির দেওয়া সাহায্য দাদন ব'লে গণ্য হ'ল। যারা টাকা দিতে পারলো না, তাদের ওপর হুকুম এল নীলচাষ করো!

মাটিকে যারা মায়ের মতো ভালবাসে, সেই চাষীরা বুঝলো এ হুকুমের অর্থ কী। নীল নয় তো.....যেন রক্তচোষা। যে মাটিতে জন্মাবে, অবলীলাক্রমে সে মাটির সমস্ত রস শুষে নিয়ে তাকে চিরদিনের মতো বন্ধ্যা ক'রে রেখে যাবে। চাষীরা হুকুম মানতে চাইলো না।

'অবাধ্যদের' কি ক'রে সায়েস্তা করতে হয় সে কথা কুঠিয়াল লারমোর আর তার নায়েব পশুপতির ভাল ক'রেই জানা আছে। খাতকদের ধ'রে নিয়ে এসে তাদের ওপর অত্যাচার চালাতে লাগলো।

এমন সময় এল কেশব। চাষীদের কানে সে কি মন্ত্র দিল কে জানে, সবাই নীলচাষ করতে রাজী হ'ল। সাহেবদের মুখে হাসি ফুটলো।

কিন্তু ক্ষেতের বুকে চারাগাছ জন্মাতেই তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চাষীরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

সাহেবদের হুকুমে পাইকেরা চাষীদের ধ'রে নিয়ে এল। চাবুকের নির্মম আঘাতে তা'দের দেহ হয়ে উঠলো রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। তা'দের বিক্ষুব্ধ আর্তনাদ যমপুরীর মতো বন্দীশালা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'ল।

ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিদ্রোহের নেতা কেশব। দুর্গার সঙ্গে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে গেছে।

পিসিমা গল্প করেন তাঁ'র স্বচক্ষে দেখা কাহিনী: বাঁশের কেল্লা গ'ড়ে তীতুমীরের একক প্রতিরোধের অসীম বীরত্বগাথা। কামানের মুখে সে কেল্লা অবশ্য পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এবার?

অন্যায়, অত্যাচার, অপমানের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত শপথে অগণিত চাষী এক হয়েছে! তাদের প্রতিটি ছোট ছোট বাঁশের ঘর যদি এক একটি বাঁশের কেল্লা হয়ে উঠে তা'হলে এই জাগ্রত জনপ্রবাহের মুখে মুষ্টিমেয় নীলকর সাহেবের প্রতিপত্তি টিকবে কতদিন?.....

সঙ্গীতাংশ

(১)

ইছামতী নদীরে আমার যাওরে শুনিয়া
আমার দিন গেল আনকাজে রাতি গেল কাঁদিয়া।
মোল্লাহাটী গাঁয়ের কন্যা সোনার কমল পারা
এলোকেশের লহর কাঁপে তাকায় পলক হারা।
ওরে সূর্য্যি ওঠে, সূর্য্যি ডোবে তারি পানে চাহিয়া
কূল হারানো ঢেউয়ের নাচে কোথায় চ'লে যাও নদী আমার।
মোল্লাহাটীর গাঁয়ের মাঠে আর ফলেনা সোনা
নীলের চারা সাপের মতন নাচায় কালো ফণা
আমি কেমনে পার হবো রে নীল বিষের দরিয়া।

তীতুমীরের আজব কথা শোন সবাই শোন
ও তার বাংলাদেশের ইতিহাসে তুলনা নাই কোন।
তীতুমিঞা লড়েছিল ম্যাজিষ্টরের সাথে
তলতা বাঁশের কেল্লা বেঁধে সড়কি লাঠি হাতে।
তীতুর পাশে ডাকা বুকো নওজোয়ানের দল
তীর ধনুকে লড়েছিল সাবাস মনের বল্।
একশো গোরা দুশো সেপাই দুটো কামান দেগে
তীতুর কেল্লা ভাঙেনি ভাই হাজার গুলি লেগে।
তীতুমীরের সেনাপতি জোয়ান মরদ ভারী
পল্টনদের রুখেছিল ঘুরিয়ে তরবারি।
সেনাপতি মাসুমকে ভাই কঠিন ফাঁসি কাঠে
ম্যাজিষ্টরে লটকে দিল নারকেল বেড়ের মাঠে।
বীরের মত শেষটা তীতু লড়লো দিয়ে জান
আগুন লেগে বাঁশের কেল্লার হ'ল অবসান।

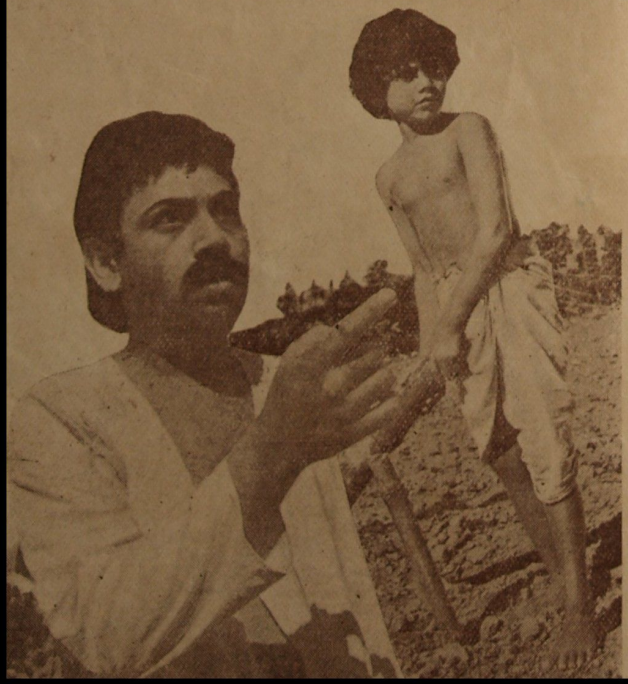

বাইওরে নাও তুফানী গাঙ্গে
বৈঠা টানরে,
সত্যপীরের সিন্নি মেনে
সত্যনারান সিন্নি মেনে
পাল উঠাওরে॥

নীলের বিষে দুগ্ধবরণ নদী হইল নীল
রে ভাই শুকালো খাল বিল।

তাতাপোড়া জমিন কাঁদে ললাটে কর হেনে
সাগর পারে নীল শকুনে ঠুকরে খোলো মাটী
রে ভাই বানায় মরণ ঘাটী,
সোনার ধানের মঞ্জুরী আজ উপড়ে ফ্যালে টেনে।

দারুণ রোষে হিঙ্গুলবরণ হইল নদীর মুখ
রে ভাই চাষীর ভাঙ্গা বুক,
উথাল পাথাল ঢেউয়ে যাইও
পথের দিশা জেনে॥

চিত্রায়ণে

পথিক

প্রযোজনা ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

পরিবেশক - নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড

নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড, ৬৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।